প্রথম আলো

তারিখ 18 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

সুযোগ-সুবিধায় পিছিয়ে থেকেও ফলে এগিয়ে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হালচাল ৭
চট্টগ্রাম কলেজ

- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ : ১২৪
- শিক্ষার্থীদের জন্য নেই কোনো বাস
- ভালো ফলের পেছনে প্রাইভেট বড় কারণ
- ছাত্রাবাস বন্ধ

সুজন ঘোষ, চট্টগ্রাম ●

কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে প্রতিবছর ভর্তি হচ্ছেন ২২০ জন শিক্ষার্থী। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষ, স্নাতকোত্তর, উচ্চমাধ্যমিক, প্রিলিমিনারি ও স্নাতক (পাস কোর্স) মিলিয়ে ওই বিভাগে মোট শিক্ষার্থী হাজারেরও বেশি। তাঁদের জন্য শ্রেণিকক্ষ আছে মাত্র তিনটি এবং শিক্ষক মাত্র দুজন। খণ্ডকালীন শিক্ষক রাখা হয়েছে আরও দুজন। তারপরও শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন বিভাগের শিক্ষকেরা।

প্রায় দেড় শ বছরের পুরোনো ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম কলেজের এটি খণ্ডচিত্র। শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষকের সংকট রয়েছে কলেজের প্রায় সব কটি বিভাগে। এর মধ্যে বছরজুড়েই থাকে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা। ফলে ঠিকমতো ক্লাস হয় না। আছে আবাসনের সংকট। শিক্ষার্থীদের চলাচলের জন্য নেই কোনো বাস।

তবে এসব সীমাবদ্ধতার মধ্যেও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলে এই কলেজ চট্টগ্রাম বোর্ডে বরাবর থাকে সামনের সারিতে। স্নাতকেও (সম্মান) পাসের হার ৯৫ শতাংশের ওপরে।

কলেজের অধ্যক্ষ জেসমিন আক্তার *প্রথম আলোকে* বলেন, কলেজে শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষক কম। শ্রেণিকক্ষের সংকট রয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

সুযোগ-সুবিধায় পিছিয়ে থেকেও ফলে এগিয়ে

শেষ পৃষ্ঠার পর

গেছে। নতুন ভবন হলে এ সংকট কাটিয়ে ওঠা যেত।

চট্টগ্রাম নগরের চকবাজার এলাকায় প্রায় ২০ একর জায়গায় এ কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৯ সালে। বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান ও মানবিক শাখা), ১৭টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও ১৯টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ানো হয়। রয়েছে স্নাতক (পাস), প্রাইভেট কোর্স। মোট শিক্ষার্থী প্রায় ১৬ হাজার। শিক্ষকের পদ আছে ১৫৬টি। এই পদের মধ্যে শূন্য ২৭টি পদ। তবে সংযুক্তি (অন্যত্র পদায়ন হলেও অস্থায়ীভাবে এই কলেজে) মিলিয়ে শিক্ষক আছেন ১২৯ জন। কলেজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ : ১২৪। ১৯৮৪ সালে করা প্রশাসনিক সংস্কার-সংক্রান্ত এনাম কমিটির সুপারিশ ছিল, যেসব কলেজের যেসব বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়, সেগুলোতে কমপক্ষে ১২ জন করে শিক্ষক থাকতে হবে। কিন্তু এই কলেজে কোনো বিভাগেই তা মানা হচ্ছে না।

কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও ছাত্র শেখর দস্তিদার *প্রথম আলোকে* বলেন, এই কলেজের অবকাঠামো, শিক্ষকের সংকটসহ বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে স্থানীয় মন্ত্রী, সাংসদ ও শিক্ষানুরাগীদের ভূমিকা রাখতে হবে।

বর্তমানে প্রশাসনিক ভবনসহ আটটি ভবন রয়েছে। এগুলোতে ৬০টির মতো শ্রেণিকক্ষ আছে। আরও ২০টি শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন বলে জানালেন শিক্ষকেরা। একটি বহুতল ভবন নির্মাণের প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

ফলাফল তুলনামূলক ভালো: চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় চট্টগ্রাম কলেজের ৪৬৯ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পান। এটি চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে সর্বোচ্চ। বিজ্ঞান শাখায় পাসের হার ছিল ৯৯ দশমিক ৭৯ শতাংশ এবং মানবিকে ৯৪ দশমিক ৪৬ শতাংশ। স্নাতকে (সম্মান) এসব বিভাগে পাসের হার ৯৫ শতাংশের ওপরে। স্নাতক (পাস) ২০১৪ সালের পরীক্ষায় বিএতে পাসের হার ৭১ দশমিক ৭৭ শতাংশ, বিএসএসে ৭৪ দশমিক ৭৭ শতাংশ ও বিএসসিতে ৩৫ দশমিক ২৯ শতাংশ।

ক্লাসে উপস্থিতি কম: ১১ ডিসেম্বর দুপুর ১২টায় ইতিহাস বিভাগে গিয়ে দেখা যায়, একজন শিক্ষক স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ২৫-৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ক্লাস নিচ্ছেন। অথচ এই বর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী ২১০ জন। অন্যান্য বিভাগেও উপস্থিতি কম থাকে।

ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মো. ছিদ্দিক উল্লাহ খান বলেন, প্রথম বর্ষে অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকেন। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে কমতে থাকে।

ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের পাঁচজন শিক্ষক দাবি করেছেন, উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা ভর্তি হওয়ার আগেই প্রাইভেট পড়ে সিলেবাস শেষ করে ফেলে। তাই ক্লাসে আগ্রহ কম।

কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র জাভেদ উদ্দিন বলেন, উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা কলেজের চেয়ে বাইরে প্রাইভেট ও কোচিংয়ে পড়তে আগ্রহ বেশি। তিনি নিজেও তিনটি বিষয়ে বাইরে প্রাইভেট পড়েন।

প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকোত্তরের ছাত্র ওবায়দুল হক বলেন, পর্যাপ্ত ক্লাস না হওয়ায় সিলেবাস শেষ করতে তাঁকে দুটি বিষয়ে প্রাইভেট পড়তে হয়।

প্রদর্শকের অভাব, যন্ত্রপাতিও পুরোনো: পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে প্রদর্শকের জন্য দুটি করে মোট আটটি পদ রয়েছে। কিন্তু প্রাণিবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান বিভাগে একজন করে প্রদর্শক আছেন। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের দুটি প্রদর্শক পদই শূন্য। পদার্থবিজ্ঞানের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র বদরুদ্দোজা মিশকাত ও রানা বড়ুয়া বলেন, 'ব্যবহারিক ক্লাসে স্যাররা নিয়মিত সময় দিতে পারেন না। পর্যাপ্ত প্রদর্শক থাকলে ব্যবহারিক বিষয়গুলো হাতে-কলমে শেখা যেত। পুরোনো যন্ত্রপাতির পরিবর্তে নতুন যন্ত্রপাতি কেনা উচিত।'

ছাত্রাবাস বন্ধ: কলেজে মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৫ শতাংশ ছাত্রী ও ৪৫ শতাংশ ছাত্র। অথচ ছাত্রীদের জন্য মাত্র ১০৮ আসনের একটি ছাত্রীনিবাস ও ছাত্রদের জন্য ৫১৬ আসনের তিনটি ছাত্রাবাস রয়েছে। তবে গত বছরের বিজয় দিবসে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষের পর থেকে এসব ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস বন্ধ আছে। আবাসনের সংকটের কারণে নগরের বিভিন্ন এলাকায় মেসে থাকেন। এতে খরচ বেশি হয়।

উপাধ্যক্ষ প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, কলেজের ছাত্রাবাসগুলো খুলে দেওয়ার ব্যাপারে কোনো পরিকল্পনা নেই। তবে ছাত্রীদের হলটি চালু করার চিন্তাভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া তাঁদের জন্য নতুন একটি হল নির্মাণ করা হচ্ছে।